বি

জুয়েলের কম্পোজিশনে নীলা

বিনোদন প্রতিবেদক

জুয়েল মোর্শেদ জ্যু-এর সংগীতায়োজনে সম্প্রতি বাজারে এসেছে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাঙালি মেয়ে নীলার একক অ্যালবাম 'স্বপ্নহারা'। এই অ্যালবামের শুধু মিউজিক কম্পোজিশনই নয়, এর ৯টি গানের মধ্যে ৫টি গানই লেখা ও সুর করেছেন জুয়েল। বাকি ৪টি গানের লেখা ও সুর করেছেন মিলন মাহমুদ। অ্যালবামটি প্রসঙ্গে জুয়েল মোর্শেদ জ্যু বলেন, নীলা অনেক গুণী একজন শিল্পী। পেশায় ডাক্তার হলেও গানের প্রতি তার ভালোবাসাটা অন্যরকম। অ্যালবামের গানগুলো শুনলে মনেই হবে না নীলা নবাগত একজন শিল্পী। জুয়েল মোর্শেদ জ্যু সংগীতায়োজনের পাশাপাশি গানও করে থাকেন। জানতে চেয়েছিলাম তার সাম্প্রতিক ব্যস্ততা সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমার প্রথম একক অ্যালবামে বেশ সাড়া পেয়েছি। সুতরাং অ্যালবাম যখন বের করব তখন খুব যত্ন সহকারে কাজ করেই বের করব। আর নিজের জন্য মোটেও সময় দিতে পারছি না। সারাক্ষণই বিভিন্ন শিল্পীদের অ্যালবাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। অনেকগুলো অ্যালবামের মিক্সিংয়ের কাজ পড়ে আছে। এগুলোকে নিয়েই এখন ভীষণ ব্যস্ত আছি।

বরিশালের ভাষায় অভিনয় করলেন মিলন

বিনোদন প্রতিবেদক

প্রথমবার নাটকে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় অভিনয় করেছেন আনিসুর রহমান মিলন। গত সপ্তাহে অভিনেতা ও নাট্যরচয়িতা রওনক হাসানের ভাবনায় নওমী কামরুন বীধুর রচনায় এমনি আঞ্চলিক ভাষায় ময়লা ওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। 'ফোর্থ ক্লাস সোসাইটি' নামের এই ধারাবাহিক নাটকটি

ববিতার ঘরোয়া আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক

আজ দেশীয় চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী নায়িকা ববিতার জন্মদিন। বাংলা ভাষাভাষীর সব দর্শকের কাছে প্রিয় ববিতা চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননাসহ পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্মাননাও। ১৯৬৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ববিতা চলচ্চিত্রে কাজ করছেন সমান জনপ্রিয়তাকে অটুট রেখে। আজ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কোন আয়োজন না করলেও খুব কাছের কিছু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। আমেরিকার নাসাতে চাকরিরত ববিতার বান্ধবী সুলতানাও আজকের ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। ববিতা বলেন, মূলত আমার একমাত্র সন্তান অনিকের আগ্রহেই এবার একটু ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ববিতা তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। জহির রায়হান পরিচালিত 'সংসার' ছবিতে নায়ক রাজ রাজ্জাক ও সুচন্দার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করলেন ববিতা। তখন ববিতার নাম ছিল সুবর্ণা। 'জ্বলতে সুরুজকে নীচে' ছবিতে তিনি ববিতা হিসেবে অভিনয় শুরু করেন। এই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি নায়ক রাজ রাজ্জাকের সঙ্গে জুটি বেধে নূরুল হক বাচ্চুর নির্দেশনায় ববিতা শুরু করলেন 'শেষ পর্যন্ত' ছবির কাজ। নানান জটিলতায় আটকে গেল ববিতার নায়িকা হওয়া প্রথম ছবি 'জ্বলতে সুরুজকে নীচে'। দ্বিতীয় ছবি 'শেষ পর্যন্ত'ই মুক্তি পেল ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট। শেষ পর্যন্ত ছবির পর মুক্তি পেল ববিতা অভিনীত এহতেশাম পরিচালিত 'পিচ ঢালা পথ', বাবুল চৌধুরীর 'টাকা আনা পাই', মোস্তফা মেহমুদের 'মানুষের মন', সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' মিতার 'আলোর মিছিল'সহ আরও বেশকিছু ছবিতে। মিতার আলোর মিছিল ছবিতে অভিনয়ের জন্য ১৯৭৫ সালে ববিতা প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। পরপর তিনি মোহসীনের 'বাদী থেকে বেগম' এবং আমজাদ হোসেনের 'নয়ন মনি' ছবিতে অভিনয়ের জন্যও একই সম্মাননায় ভূষিত হন। টানা তিন বছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে তিনি হ্যাট্রিক করেন। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময়ের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি অভিনয় করেছেন নায়ক রাজ রাজ্জাক, আলমগীর, সোহেল রানা, ফারুক, উজ্জ্বল, জাভেদ, জাফর ইকবাল, হুমায়ুন ফরিদী, নাদিম (পাকিস্তান), ফয়সাল (পাকিস্তান), ইলিয়াস কাঞ্চন, প্রবীর মিত্রসহ আরও বেশ কয়েকজন গুণী নায়কের বিপরীতে। এই গুণী অভিনেত্রী ববিতা পরবর্তী সময়ে 'পোকা মাকড়ের ঘরবসতি', 'রামের সুমতি' এবং 'ম্যাডাম ফুলি' ছবিতে অভিনয়ের জন্যও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। শুধু তাই নয় সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিকভাবেও সমাদৃত হন ববিতা। নায়িকা হিসেবে ববিতা প্রায় দেড় শত ছবিতে অভিনয় করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সুন্দরী, এক মুঠোভাত, অনন্ত প্রেম, বসুন্ধরা, সোহাগ, ফকির মজনু শাহ, ওয়াদা, লাঠিয়াল, কথা দিলাম, নিশান, এতিম, লাইলী মজনু, দূরদেশ, ফুলশয্যা, বীরাঙ্গনা সখিনা, মিন্টু আমার নাম, বেহুলা লক্ষিন্দর বিশেষত উল্লেখ্য। এই পর্যন্ত ববিতা প্রায় ২৭৫টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তিনি নারগিস আক্তার পরিচালিত 'পুত্র এখন পয়সাওয়ালা' ছবির কাজ করছেন।

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মা
নাবিল আশরাফ

বিনোদন প্রতিবেদক

আজ থেকে দশ বছর আগে একটি বে
টিভি চ্যানেলে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর হি
মিডিয়ায় কাজ শুরু করেন নাবিল আশ
পরবর্তীতে 'মিশন হাউজিংয়ে ডেভেলপ
একটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে
পুরোদস্তুর একজন বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাত
যান তিনি। সেই থেকে শুরু। এরপর
তৈরি করেছেন প্রায় ৪০টিরও অধিক
বিজ্ঞাপনচিত্র। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযে
হলো– পূর্বাচল প্রবাসী পল্লী, ম্যাক্স গ্রিন
সুপারস্টার এনার্জি সেভিং ল্যাম্প অ্যান্ড
সুইচ, এন মোহাম্মদ প্লাস্টিক, স্টিল টে
এসিআই, সিটিজেন, এটিএন ইলেকট্রো
প্রভৃতি বিজ্ঞাপনচিত্র। এছাড়া শিগগিরই
শুরু করবেন প্যাসিফিক সি ভিউ ফাইভ
হোটেল, সুপার সাইন কেবলসসহ বেশ
বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজ। বিজ্ঞাপনচিত্র
নির্মাণের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পে
২০০৯ সালের বিসিআরএ অ্যাও
এবং একই বছরের ট্র্যাব অ্যাওয়া
সেরা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতার পুরস্
বর্তমানে তিনি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মা
প্রতিষ্ঠান সিজি ওয়ার্ল্ডে মইনুল ই
সঙ্গে ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে
করছেন। নিজের বিজ্ঞাপনচিত্র স
নাবিল আশরাফ বলেন, গতানুগ
ধারায় বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের পক্ষ
আমি নই। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ অ
একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। আমি
বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করি মানুষের
বিনোদনের জন্য। মানুষ যেন আ
সঙ্গে বিজ্ঞাপনচিত্রটি দেখে ও উপ
করে সেদিকেই আমার নজর থাকে সব

টেলিভিশন

বিটিভি

৮-৫৫ পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম
৯-০০ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান: ফিরে দেখা
৯-১০ কিশোর মঞ্চ
১০-৩০ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম
১১-০৫ কারুকাজ
১১-৫৫ পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম
১২-১৫ অনুষ্ঠান শেষ অক্ষর
১-১০ সুখী পরিবার
৫-৩০ রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান
৬-৫৫ আবহাওয়া সংবাদ
৭-০০ আমাদের রবীন্দ্রনাথ
৭-২৫ নাটক: তিতাস পাড়ের সুবর্ণ গ্রাম
৮-৩০ আড্ডা
৯-০০ নাটক
১০-৩০ সঙ্গীতানুষ্ঠান: প্রাণে মনে অন্তরে
১১-০০ বৈঠক খানা
১২-০০ চির শিল্পের বাড়ি
১২-৪০ মহান আলাহ্‌তায়ালার বাণী

এটিএন বাংলা

৭-৩০ নাটক
৮-৩০ ছোটদের অনুষ্ঠান: ছন্দে আনন্দে
৯-১৫ খেলাধুলা নিয়ে অনুষ্ঠান
১০-৩০ গ্রামীণফোন লিড নিউজ
১১-৩০ নাটক: আজকের দেবদাস
৬-১৫ সুস্থ্য থাকুন
৮-০০ নাটক: গাড়ি চলে না